দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 27 1999
পৃষ্ঠা ৫... কলাম ১

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী

পটুয়াখালীতে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় নিবিড় জেলা কার্যক্রমের ফলে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সফলভাবে আগাইয়া চলিয়াছে। পরীক্ষামূলকভাবে দেশের পাঁচটি জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মসূচী শুরু করা হয়। প্রাথমিকভাবে এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিলো ২০০০ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুদের শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তি, ৯৫ ভাগের প্রতিদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিয়মিতকরণ, ৮০ ভাগ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তিকরণ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে স্কুল ত্যাগ রোধ করা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জানা গিয়াছে, এই প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুদের ভর্তির হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ সম্পর্কিত একটি তথ্যে আরও জানা গিয়াছে, ১৯৯৮ সালের জরিপ অনুযায়ী স্কুল বয়সী শিশুর সংখ্যা ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৭৯ জন। ইহার মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ২ লক্ষ ৭ হাজার ৭১৬ জন। উপস্থিতির হার শতকরা ৬৬ ভাগ। ফলে স্কুল ছাড়িয়া দেওয়ার হার পৌঁছে শতকরা ২৬ ভাগে। পরবর্তী ১৯৯৯ সালের জরিপ অনুযায়ী বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশু ২ লক্ষ ১১ হাজার ১০১ জন। ইহার মধ্যে শতকরা ৯১ দশমিক ৮ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তাহাদের নিয়মিত উপস্থিতির হার দাড়াঁয় শতকরা ৭১ ভাগ এবং স্কুল ছাড়িয়া দেওয়ার হার কমিয়া শতকরা ২১ দশমিক ৩৩ ভাগে দাঁড়ায়। এই শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে শিক্ষাকে আনন্দময় ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলার লক্ষ্যে শিশুদের জন্য স্বপ্নের স্কুল বানানোর নির্দেশনা দেওয়া হইয়াছে। সে অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শ্রেণীকক্ষটি কীভাবে আকর্ষণীয় করা যায় তাহারও নির্দেশনা আছে। পটুয়াখালী সদর, বাউফল ও কলাপাড়া থানার ৬১০টি সরকারী রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় এ প্রকল্পের আওতায় তাহাদের কর্মসূচী শুরু করে। পরবর্তী সময় ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে মির্জাগঞ্জ, দশমিনা ও গলাচিপা থানাতেও ১ হাজার ৭৬টি বিদ্যালয় এ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদেরও কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশের মতো শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে এই ধরনের শিক্ষা কর্মসূচীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। সবার জন্য শিক্ষার কথা আগেও বহুবার শোনা গিয়াছে। কিন্তু ইহার সুফল খুব বেশি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সেক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পটির চিত্র সম্পূর্ণই ভিন্ন। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে নানা সমস্যা বিদ্যমান এবং স্কুলত্যাগী শিশুদের সংখ্যা বিপুল সেখানে পটুয়াখালীতে নিবিড় জেলা কার্যক্রমের অধীনে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। আমরা মনে করি, সারাদেশব্যাপী এই ধরনের শিক্ষা উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার সংকট বহুলাংশেই দূর হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার অভাবও নিতান্ত কম নয়। শিশুরা যাহাতে শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠে সেজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা আকর্ষণীয় বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটাইতে হইবে। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচী গ্রহণ করা সত্ত্বেও বাস্তবে নিট ফল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। বিনা মূল্যের পাঠ্যবই, পোশাকসহ এমনকি খাদ্য কর্মসূচীর বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্কুল বয়সী ছেলেমেয়েদের ভর্তি না হওয়া এবং প্রাথমিক পর্যায়েই বিপুল সংখ্যক ড্রপ আউটের সমস্যা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বাস্তব অর্থেই নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে। ইউনিসেফের নিবিড় জেলা কার্যক্রমের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সেক্ষেত্রে যে নূতন গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে তাহা সকলের জন্যই আনন্দের বিষয়। আমরা এই কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি দেশে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার উন্নয়নে এই ধরনের উদ্যোগ যথার্থই কার্যকর হইবে। ❑